কোমল-কবিতা।

প্রথম ভাগ।

সব্ পোষ্টমাষ্টার
শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত।
রাণাঘাট—হিজলী।

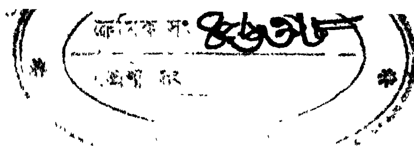


কাটোয়া এডওয়ার্ড প্রেসে,
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—:০:—

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা।



সরস্বতী বন্দনা।

—:o:—

নমি দেবি, তব পদে মাতঃ বীণাপাণি,
মাতঃ তুমি নারায়ণী মোক্ষ বিধায়িনী।
সারদা, বরদা তুমি জ্ঞান প্রদায়িনী,
কালিদাস বরপুত্র তোমার জননি !
কমলবাসিনি, নমি শ্রীপদে তোমার,
দেহ মা যুগল পদ হৃদয়ে আমার।
না জ্ঞান ভকতি স্তুতি, অতি মূঢ়মতি,
কৃপা না করিলে মাতঃ, নাহি মম গতি।
নিজ গুণে কৃপা করি পুর' অভিলাষ,
জীবনে মরণে যেন হই তব দাস।

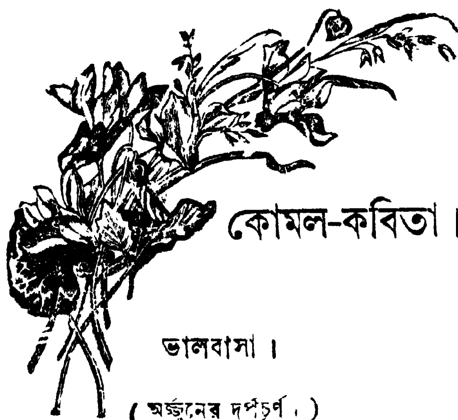


গণেশ বন্দনা।

—:০:—

নমি দেব গজানন, বাঞ্ছা-কল্পতরু।
ব্যাস আদি ঋষিদের যিনি হন গুরু॥
ভারতাদি মহা গ্রন্থ লিখন তাঁহার।
সদা তাঁর জিহ্বা পরে বাস সারদার॥
মম প্রতি দয়া কর, হে বিঘ্ন-নাশন।
শঙ্করের হৃদয় ধন, মূষিক বাহন॥
নিজ গুণে দয়া কর এ মূঢ় জনেরে।
তব কৃপাবলে যেন যাই ভবপারে॥





কোমল-কবিতা।

ভালবাসা।

(অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ ।)

সুধাই লোকেরে আমি 'ভালবাস কা'কে' ?
কেহ বলে পুত্র কন্যা, কেহ বলে মা'কে।
কেহ বলে বন্ধু কিম্বা ধনে ভালবাসি,
কেহ বলে প্রণয়ীরে ভালবাসি বেশী।
মহেন্দ্র যে ভালবাসে একমাত্র তাঁকে ;
নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম বলে যাঁকে।
জগন্ময়-স্থাবর-জঙ্গম-সিন্ধু আদি,
দেখিবে সর্ব্বত্র প্রেমে ভালবাস যদি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু দেখাইতে পারি ;
নিবেদন সুধীগণে ;—দেখ দৃষ্টি করি।
নর-নারায়ণ দোঁহে অর্জ্জুন শ্রীহরি
পালেন পাণ্ডবে সদা, বহু যত্ন করি।
অর্জ্জুন ভাবেন বাসুদেবে ভালবাসি,
সে গর্ব্ব নাশিতে কৃষ্ণ হৈলা অভিলাষী।
এক দিন বাসুদেব কহেন অর্জ্জুনে,
'চল, যাই দুই জনে প্রান্তর ভ্রমণে।'
এই বলি সঙ্গে করি অর্জ্জুনে লইয়া
চলিলেন বহু দূর ভ্রমণ করিয়া।
মধ্যাহ্ন সময় হ'ল, প্রশস্ত প্রান্তর
প্রচণ্ড ভানুর তাপে দগ্ধ কলেবর।
অসীম প্রান্তর নাহি মানবের লেশ,
ঘর্ম্মাক্ত অর্জ্জুন ক্ষুধা-কাতর বিশেষ।
কহিলেন ভগবানে রক্ষা কর হরি,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বুঝি এবে আমি মরি।
এই কথা শুনি কৃষ্ণ হাসি মনে মনে,
অই দেখ অট্টালিকা কহেন অর্জ্জুনে।
মায়াতে অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিলা,
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ তাহে সাজাইলা।

গৃহস্বামী, দাস দাসী আছয়ে সকল ;
রাজার বাটীর মত সব অবিকল।
দিব্য পুরী পেয়ে দোঁহে প্রবেশে ভিতর ;
অর্জ্জুন অবাক দেখি পুরী মনোহর।
গৃহস্বামী আসিয়া অতিথি সেবা করে ;
সুশীতল দ্রব্য আর দ্রব্য থরে থরে ;
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ে হরষিত মন ;
ক্লান্তি শান্তি করি দোঁহে কথোপকথন।
বিশ্রামের তরে শয্যা প্রস্তুত করিয়া
রাখিয়াছে গৃহস্বামী দিব্য সাজাইয়া।
তদুপরি দুইজন শয়ন করিলা ;
চারি খানি খড়্গ পার্থ দেখিতে পাইলা।
সূত্রেতে আবদ্ধ খড়্গ উপরে ঝুলিছে,
সশঙ্ক অর্জ্জুন,—ছিঁড়ে পড়ে বুঝি পাছে !
নিদ্রা নাহি যায় পার্থ হ'য়ে অতি ভীত,
যদি ছিঁড়ে, ইথে মম মরণ নিশ্চিত।
এইরূপ চিন্তা করি কৃষ্ণ পানে চায়,
কয়হ বিহিত সখা, বিহিত যা' হয়।
কৃষ্ণ কন কি অদ্ভুত, অসি চারি খান
ছিঁড়িলে নিশ্চয় যাবে দোঁহার পরাণ।

হেন কর্ম্ম কেন কৈল গৃহস্বামী বল,
ডাকিয়া জানিতে হবে কারণ সকল।
এত বলি ডাকিলেন গৃহ অধিকারী।
ব্যস্ত হ'য়ে গৃহস্বামী আসে তাড়াতাড়ি।
"কি হেতু এমন কর্ম্ম করিয়াছ বল,
আছে কি তোমার মনে কভু কিছু ছল?"
গৃহস্বামী বলে "প্রভু নিবেদি চরণে,
চারি খানি অসি রাখি পাষণ্ড মারণে।"
কৃষ্ণ কন "কে পাষণ্ড নাম কর তার।"
"প্রথম পাষণ্ড হয়, বলি নাম যার।"
শুনিয়া বলির কথা, পার্থ মনে ভাবে,
হরি প্রেমে পূর্ণ সে পাষণ্ড হ'ল কবে!
পার্থ কন হেন কথা মনে নাহি আসে:
ধর্ম্ম হেতু সর্ব্বত্যাগী, হরি ভালবাসে।
স্বামী কন এই কথা সত্য কভু নয়;
ভালবাসা জনকে কি কষ্ট দিতে হয়?
ভালবাসা জনে সযতনে রাখে যেই,
জানিলাম ভাল, ভালবাসা জানে সেই!
বলিরাজা সিংহাসনে বসি রাজ্য করে;
হরিকে করিল দ্বারী আপনার দ্বারে।

এই তার ভালবাসা—কোথা শিখেছিল ?
সে পাষণ্ড নয় তবে পাষণ্ড কে বল ?
অর্জ্জুন কহিল পুনঃ দ্বিতীয় কে বল।
"হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ প্রবল।"
শুনি চমৎকার কাণ্ড, প্রহ্লাদের কথা
বাল্য হ'তে হরিভক্ত, মুখে হরি গাথা।
অজ্ঞ তুমি, বোধ কিছু নাহি হিতাহিত,
প্রহ্লাদে পাষণ্ড বল ! একি বিপরীত।
কেমনে সে ভালবাসে হরিকে বলনা ?
হিরণ্য হরির শত্রু তা কি সে জানে না ?
জানিয়া শত্রুর হাতে হরিকে বিলায় ;
ভালবাসা জনে শত্রু হাতে দেওয়া যায় ?
নিজের জীবন যেত সেও ভাল ছিল ;
ভালবাসা জনে কেন শত্রু হাতে দিল ?
নাহি জানে ভালবাসা, আমি তারে দেখি ;
তাহার মরণ জন্য অসি খানি রাখি।
শুনিয়া বিস্মিত হ'ল পার্থ মহাজন।
তৃতীয় পাষণ্ড কেবা শুনি বিবরণ।
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয়,
তৃতীয় পাষণ্ড সেই কহিনু নিশ্চয়।

পার্থ কহে একি কথা শুনে পায় হাসি
পঞ্চবর্ষ বয়সে সে হরি অভিলাষী।
তাহাকে পাষণ্ড বল কেমন করিয়া ?
শিশুকালে তপস্বী সে দেখ বিচারিয়া।
স্বামী কন তপ যাগ কিছু নাহি জানে ;
হরিভক্ত হয় সে সুরুচি বাক্যবাণে।
বিমাতা কহিল তারে কোন্ কর্ম্ম ফলে
লভিবি রাজত্ব ও বসিবি রাজ কোলে।
তাই শুনি মনে তার ক্রোধ উপজিল,
রাজ্য আশে ধ্রুব তাই হরি পূজেছিল।
নারদের উপদেশে হরিপদ পায় ;
তপস্যার রীতি নীতি নারদ শিখায়।
কঠোর তপস্যা করি হরি প্রাপ্ত হ'ল ;
রাজ্য করি, পরে ধ্রুব ধ্রুবলোকে গেল।
ধ্রুবের নামেতে ধ্রুবলোক সৃষ্টি হয়।
এবে কি হরির প্রতি ভালবাসা কয় ?
হরিপদ ছেড়ে কেন ধ্রুবলোকে গেল ?
এ কি তার ভালবাসা বিচারিয়া বল ;
তা'রেই পাষণ্ড মধ্যে গণি তায় আমি।
জানিয়াছি অসি ভাই—ক'ন গৃহস্বামী।

অর্জ্জুন কহেন পুনঃ, চতুর্থ কে বল।
স্বামী ক'ন তৃতীয় পাণ্ডব মহাবল ;
চতুর্থ পাষণ্ড বলি বিচার করিয়া,
রাখিয়াছি যত্নে অসি দেখহ তুলিয়া।
অর্জ্জুন অবাক্ শুনি কথা বিপরীত,
পাষণ্ড কেমনে হ'ল কহ বিস্তারিত।
স্বামী ক'ন যুদ্ধকালে নিজে হয় রথী ;
ভালবাসা জনে ক'রে রাখিল সারথি।
সন্ধান পুরিয়া শত্রু মারে অগ্নি বাণ,
সে অনলে দগ্ধ হয় সারথির প্রাণ।
অগ্রেতে সারথি কষ্ট পায়, পরে রথী,
এই কি পার্থের হয় ভালবাসা রীতি ?
ভালবাসি ব'লে মনে অহঙ্কার করে !
কষ্ট পা'ক্ ভালবাসা—নিজে পাছে মরে।
এমন পাষণ্ড কোথা দেখিবারে পাই ?
আমি দেখি ভালবাসা কিছু তার নাই।
এ কারণে একখানি রাখিয়াছি অসি,
কাটিব তাহার মুণ্ড যাবে পাপ রাশি !
ইহা বলি গৃহস্বামী গৃহে চলি গেল।
অর্জ্জুন তখন কৃষ্ণে কহিতে লাগিল।

বুঝেছি তোমার চক্র ওহে চক্রধারী,
অপরাধ ক্ষম মম করুণা বিতরি'!
পরমাত্মা তুমি দেব সর্ব্বভূতে স্থিতি।
অজ্ঞানেরে জ্ঞান দান এই তব রীতি।
কেবা বুঝে তব লীলা, কেবা চিনে তোমা।
ওহে প্রভু দয়াময় কর মোরে ক্ষমা।
ভালবাসা কারে বলে আমি নাহি জানি।
একমাত্র ভালবাসা তুমি অন্তর্যামী॥
পঞ্চভূতে ভূতগণে সৃষ্টি কর তুমি।
আত্মা'রূপে তুমি দেহে রও দেহ-স্বামী।
নিরাকার সাকার তুমি হে নারায়ণ।
একমাত্র ভালবাসা বিরিঞ্চির ধন।
তোমা ভিন্ন ভালবাসা এ জগতে নয়।
জানিলাম অতঃপর তুমি ব্রহ্মময়।



গর্গ মুনির উপদেশ।

—:o:—

একদিন গর্গ মুনি জিজ্ঞাসে গার্গীরে,
কারে ভালবাস তুমি বল দেখি মোরে।
হে সুন্দরি! উপদেশ আছে তব মনে,
শুনিতে বাসনা মম হ'য়েছে এক্ষণে।
গার্গী কন ভালবাসি একমাত্র তোমা ;—
নারীর যে স্বামী হন ঈশ্বর-উপমা।
তোমা ভিন্ন ভালবাসা অন্য নাহি জানি,
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তোমা শ্রেষ্ঠ মানি।
স্বামী ভিন্ন স্ত্রীজাতির নাহি অন্য গতি,
স্বামিপরায়ণা যেই সেই হয় সতী।
স্বামী সেবা করিলে যে স্বর্গে গতি হয়,
স্বামী ভিন্ন ভালবাসা অন্য কিছু নয়।
ভরণ করেন যিনি ভর্ত্তা নাম তাঁর,
পোষণের জন্য পতি নাম হয় যাঁর।

দেহ অধিকারী ব'লে নাম তাঁর স্বামী,
একমাত্র ভালবাসা তিনি জানি আমি।
রজনীতে দুই জনে কথোপকথন,
প্রভাতে উঠিয়া গর্গ করেন গমন।
স্নান করিবারে গর্গ গঙ্গাতীরে যান,
পত্নীরে কহেন গর্গ কর অবধান।
অদ্য আমি শিবপূজা করিব আসিয়া,
অনুষ্ঠান সব তুমি রাখিবা করিয়া।
পূজার পদ্ধতি দ্রব্য সব যেন পাই,
শুন ধনি! মনে রেখো, আমি চ'লে যাই।
ইহা বলি গর্গ মুনি ধীরে ধীরে যান,
যোগেতে জ্বরেরে আজ্ঞা করেন প্রদান।
ত্বরা করি যাহ তুমি গার্গীর শরীরে,
অধীর হইয়া যেন উঠিতে না পারে।
জ্বর আসি গার্গীর শরীরে প্রবেশিল,
জ্বরভারে মুনি পত্নী অস্থির হইল।
উঠিতে বসিতে নারে অচেতন প্রায়,
দু'টা লেপ গায়ে দিয়ে কম্প নাহি যায়।
মনে মনে ভাবে গার্গী উপায় কি করি,
পূজার যে আয়োজন করিতে না পারি।

স্বামী বাক্য লঙ্ঘনে যে মহাপাপ হয়,
উঠিতে না পারি এবে কি করি উপায়।
এইরূপ চিন্তা গার্গী করে মনে মনে,
হেনকালে গর্গ মুনি ত্বরিত গমনে।
আসিয়া দেখেন পত্নী শয্যার উপরে,
জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে আছে কম্প কলেবরে।
শিব পূজা আয়োজন নাহি দেখি এবে,
সময় হ'য়েছে, পূজা আর কবে হবে?
এই কথা বলিয়া গার্গীর পানে চান,
কোথা বা ভৃঙ্গার আর কোথা বা আসন।
এত কি অশক্ত তুমি উঠিবারে নার,
দেখ দেখি চেষ্টা ক'রে পার কিনা পার।
গার্গী কন প্রভু আমি উঠিতে না পারি,
অনুষ্ঠান ক'রে লও অনুগ্রহ করি।
পূজা আয়োজন গর্গ আপনি করিল,
শিব শিব বলি মুনি পূজা আরম্ভিল।
পূজা অন্তে কহিলেন শুন মোর বাণী,
শীঘ্র করি পুষ্প এক দেহ,দেখি আনি।
এখনি তোমার ব্যাধি দূর হ'য়ে যাবে,
নীরোগ হইয়া তুমি এখনি বসিবে।

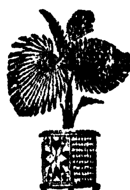
সেই কথা শুনি গার্গী কাঁপিতে কাঁপিতে,
ত্বরা করি চলিলেন কুসুম আনিতে।
আনিয়া কুসুম এক দেন স্বামী করে,
পুষ্প ল'য়ে গর্গমুনি মন্ত্রপূত করে।
মুহূর্ত্ত মধ্যেতে জ্বর পলাইয়া গেল,
প্রফুল্ল বদনে গার্গী কহিতে লাগিল।
সুস্থির হ'লাম আমি তব কৃপাগুণে,
ক্ষম মম অপরাধ ধরি শ্রীচরণে।
গর্গ কন হে সুন্দরি ভালবাস মোরে ?
লঙ্ঘন করিলে বাক্য ক্লান্ত হ'য়ে জ্বরে।
কোন কর্ম্ম না পারিলে জ্বরের তাড়ণে,
পারিলে যাইতে তুমি কুসুম চয়নে।
এবে বিচারিয়া দেখ ভালবাস কারে,
নিরাকার ব্রহ্ম সেই আত্মা বলে যাঁরে।
আত্মাকে রক্ষিতে তুমি উঠিতে পারিলে,
আত্মার নিমিত্ত দেহ শাস্ত্রে তাহা বলে।
দেহকে করিলে যত্ন আত্মা সুখে রন,
আত্মারূপে ঈশ দেহে অধিষ্ঠিত হন।
এইরূপ উপদেশ পেয়ে গার্গী সতী,
পুত্রের সহিত সুখে করেন বসতি।

ইচ্ছামত মুনি পত্নী সন্তান পাইয়া,
পালেন পুত্রেরে গার্গী যতন করিয়া।
আর দিন গর্গ মুনি কহেন পত্নীকে,
হে প্রেয়সি, বল দেখি ভালবাস কা'কে।
স্বামী পুত্র ভিন্ন আর ভালবাসা নাই,
বিচারিয়া দেখ তুমি কহি তব ঠাঁই।
এই কথা শুনি গর্গ মনে মনে হাসে,
পরদিন যান চলি গঙ্গা-স্নান আশে।
যোগেতে মৃত্যুকে ডাকি কহেন বচন,
গার্গীর পুত্রের প্রাণ করহ হরণ।
মুনি বাক্য শুনি মৃত্যু ত্বরা ক'রে এল,
গার্গীর পুত্রের প্রাণ হরণ করিল।
পুত্রের শোকেতে গার্গী অচেতন প্রায়,
শিরে করে করাঘাত মুখে হায় হায়।
ধরাতলে পুত্র রাখি করয়ে রোদন,
হেনকালে গর্গ আসি' দেন দরশন।
পত্নী পানে চেয়ে গর্গ কন মৃদু বাণী,
কেন বিলাপিছ তুমি যেন পাগলিনী?
গার্গী কন আমার যে ভালবাসা ধন,
করিল করাল কাল তাহারে ভক্ষণ।

পুত্র শোকে কাঁদি আমি,—দেখ ধরা চেয়ে
প্রাণ সম পুত্র মম র'য়েছে পড়িয়ে !
গর্গ কন কি আশ্চর্য্য আহা মরি মরি,
ভালবাসা পুত্র তব ধরার উপরি !
মুখ চুম্বি কোলে কর, ধর স্তন মুখে,
কোলে লও পুত্র তব, রাখ নিজ বুকে।
গার্গী কন পুত্র আর লইবার নয় !
মরা পুত্র কভু আর স্তন্য নাহি খায় !
কেন ব্যঙ্গ কর মোরে দুঃখের সময়,
কেমনে ধরিব প্রাণ বলহ আমায়।
গর্গ কন যদি তুমি পুত্র ভালবাস,
প'ড়ে আছে পুত্র তব কোলে করি বস।
চক্ষু কর্ণ নাসা হস্ত আছেত সকলি,
ভালবাসা বস্তু কেন নাহি লও তুলি ?
গার্গী কন চক্ষু কর্ণ থাকিলে কি হয় ?
আত্মাহীন দেহকে যে শব কহা যায় !
গর্গ কন বুঝিলাম ভালবাসা তব,
ভালবাসা ধনে তুমি ত্যজ ব'লে শব।
যারে ভালবাস তুমি সে ত চ'লে গেছে ;
ভালবাসা বস্তু নাই খাঁচা প'ড়ে আছে !

জানিলাম ভাল তুমি বাসিতে যাহারে;
সে নাই এখন তব পুত্র-কলেবরে!
নিরাকার আত্মাকে বাসিতে তুমি ভাল,
ঈশ, আত্মা এক বস্তু জানিহ সকল।
ঈশ্বরেরে ভালবাস জানিলাম এবে,
স্বামী, পুত্র ভালবাসা মিথ্যা সব তবে!
ভালবাসা বস্তু হন ঈশ্বর কেবল,
লোক-ভালবাসা শুদ্ধ মায়াই কেবল।
যতক্ষণ আত্মা ততক্ষণ ভালবাসা,
দেখ বিচারিয়া মনে কেমন তামাসা।
এখন বুঝেছি তুমি ভালবাস কাকে,
নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম বলে যাকে।
ঈশ্বর ব্যতীত আর ভালবাসা নাই,
সত্য কথা কহিলাম আমি তব ঠাঁই।
ঈশ্বর কোথায় রন কেহ নাহি জানে,
ধনী মানী অন্ধ খঞ্জ সবে তাঁকে মানে।
ধন পুত্র ত্যাগ করি রাজা মহাজন,
ঈশ্বর পূজিতে যায় গহন কানন।
ধনৈশ্বর্য্য ত্যাগ করি বনে বাস করে,
দেখ ত এখন, লোকে ভালবাসে কারে।

সব ছাড়ি যোগী ঋষি মনের উল্লাসে,
পঞ্চ তপে, জলে বাস, যায় তীর্থবাসে।
কেবল ঈশ্বর চিন্তা অন্য চিন্তা নাই,
পরমাত্মা ঈশ ছাড়া ভালবাসা নাই।
এই উপদেশ যেন সদা থাকে মনে,
জীবন পাইবে তব পুত্র এই ক্ষণে।
পুত্রকে লইয়া কোলে গার্গী পুলকিত,
মুখ চুম্বি স্তন দেন আনন্দিত চিত।
যদি ভালবাসা থাকে জগৎ মাঝার,
একমাত্র ঈশ্বর মহেন্দ্র কহে সার।
বিচারিয়া সুধিগণ কর অবধান,
হয় কিনা হয় এই কথা সপ্রমাণ।







সংসার।

—:*:—

সং আর সার দুটী পদ এ সংসারে,
সামঞ্জস্য যে রাখে মানুষ বলি তারে।
সং রূপে পৃথিবীতে হইল জনম,
সার ভাগ উপার্জ্জন এই ত করম।
শিশু বাল্য যুবাকাল সং এই সব,
সার যে রাখিতে পারে সেই ত মানব।
সুচারুরূপে যে কার্য্য করিবারে পারে,
সেই সে উদ্ধার পায় সংসার সাগরে।
যেমন যাত্রার দলে সং সেজে আসে,
রং ঢং কত করে, দে'খে লোকে হাসে,
কেলুয়া ভুলুয়া দেয় রঙ্গরস তরে,
সেইরূপ কত কেলু নগর বাজারে।
দেখিয়া মনের মধ্যে এই ভাব হয়,
সংসার যে নট্ট শালা বহি সুনিশ্চয়।

সংসার সামান্য নয় স্বর্গ তুল্য হয়,
করিতে পারিলে কার্য্য মনে সুখ পায়।
রিপুর দমন আর সত্বের বিচার,
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা ভক্তি বিহিত আচার।
সেই ব্যবহার যথা যেমন উচিত,
যে করে সংসার মাঝে সেই সুপণ্ডিত।
সদাচার মিষ্টভাষী হয় যেই নর,
সুখ্যাতি লভয়ে সেই ধরণী ভিতর।
গুরু উপদেশ মত সংসারী হইবে,
শিক্ষা, দীক্ষা, মত সব করম করিবে।
নতুবা সারের অংশ বাদ প'ড়ে যাবে,
সং মাত্র হ'য়ে সদা লোকেরে হাসাবে।
হিংসা দ্বেষ ত্যাগ সব করিতে পারিলে,
কু-আশা ভুজগবরে দমন করিলে।
কুবাসনা ত্যাগ করি নির্ম্মল হৃদয়,
করিতে পারিলে পরে তবে লোক হয়।
সংসার সামান্য নয় মহাযজ্ঞ সম,
সমাধা করিতে লাগে অনেক উত্তম।
সহ্য গুণ নহিলে সমাধা করা দায়,
বৃক্ষের মতন সহ্য গুণ হ'লে হয়।

গৃহস্থ পথিক লোক উপদ্রব করে,
বিনা বাক্যে বৃক্ষ সব সহে অকাতরে।
ফল পাড়ে, ডাল ভাঙ্গে, কত কষ্ট দেয়,
নীরবে থাকিয়া সব সহ্য ক'রে যায়।
সেই রূপ হ(ও)য়া চাই সাংসারিক জনে,
নতুবা সংসার তুমি করিবে কেমনে?
গৃহধর্ম্ম বলে লোকে এ কথাও শুনি;
গৃহেতে ধর্ম্মের যোগ এটা সত্য মানি।
সংসার করিতে হ'লে ধর্ম্মরক্ষা চাই,
নতুবা সংসারে দেখ কোন সুখ নাই।
বাণপ্রস্থ ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস যাহা বল,
সাংসারিক ধর্ম্ম হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।
সংসারে থাকিয়া লোক পারে কাজ সব;—
যজ্ঞ ব্রত আদি করি সকল উৎসব।
জাতীয় ধরম আর সমাজের নীতি
রক্ষা করিবারে পারে যেমন পদ্ধতি।
অতিথি সৎকার আর দান আদি যত,
সুখেতে করিতে পারে নিজ মনোমত।
ঈশ্বরোপাসনা আর তপস্যাচরণ,
গৃহস্থের ইচ্ছামত কর্ম্ম সম্পাদন।

অন্ধ ধর্ম্মে কোন কার্য্য নহে সম্পাদন,
তীর্থে তীর্থে বিধি তারা করিবে ভ্রমণ।
গৃহেতে থাকিয়া লোক তা' করিতে পারে।
ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা সংসারেই করে।
ঈশ্বরের নিয়ম যা' আছ'য়ে বিহিত,
সাংসারিক লোকে তাহা করয়ে উচিত।
অন্ধ ধর্ম্মে নাহি তাহা সাধিবারে পারে।
ভাঙ্ গাঁজা খেয়ে তারা দেশে দেশে ফিরে।
দারা সুত কুটুম্বাদি মিলিত হইয়া,
একত্রে করয়ে বাস প্রফুল্ল হইয়া।
হেন সুখ আছে শুদ্ধ গৃহস্থের মাঝে।
গৃহস্থের মত সুখী ধরায় কি আছে ?
ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন নিয়ম পালনে,
অনিয়মে অসন্তুষ্ট,—থাকে যেন মনে।
লোক-উপকারী আর ধর্ম্মপরায়ণ,
হইলে মঙ্গল হয় জ্ঞানিগণে কন।
নতুবা অধর্ম্ম কর্ম্ম যেই জন করে
ইহ পরলোকে নিন্দা পায় সেই নরে।
সময়ে সুনীচগামী হয় সেই নর,
শাস্ত্রেতে লিখিত আছে দেখ পর পর।

পাপ পুণ্য উভয়ের দেখ বিচারিয়া,
অন্ধকার, আলো, দেয় উপমা করিয়া।
আলোক পুণ্যের চিহ্ন, অন্ধকার পাপ ;
পাপ কার্য্য করিলে মনেতে প্রায় তাপ।
সংসারী লোকের পক্ষে আছে কর্ম্ম যত,
থাকিল কহিতে ;—আমি কব আর কত।
সংসার অসার ব'লে অনেকে বাখানে,
সংসারই সার কিন্তু ভেবে দেখ মনে।
সদসৎ কার্য্য এবে যাহা কিছু আছে,
সকলই দেখা যায় সংসারের মাঝে।
ইহলোক পরলোক যতই বল না,
সংসার কেবল তার প্রথম সূচনা।
করিয়া সংসার কার্য্য পরলোকে যায়,
কর্ম্মফল অনুসারে কর্ম্মফল পায়।
ইহলোকে যাহা কর পরলোকে পাবে,
জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্মাধর্ম্ম কহিলাম এবে।
কিছু নাহি নষ্ট হবে রহিবে সকল ;
কেবল দেহটী তব হইবে বদল।
মায়াময় সংসার মায়াতে বেড়ে আছে,
মায়াচ্ছন্ন জীব সব মায়াতে বেঁধেছে।

যেমন ধীবর জাতি মৎস্য বেড়ে জালে,
সেইরূপ মনুষ্য আবদ্ধ মায়াজালে।
সার উপার্জ্জনে মাত্র মায়া ছিন্ন হয়,
নতুবা মায়ার জাল ছিন্ন করা দায়।
সংসার কঠিন বড় কহিলাম সার,
রীতিমত হ'লে হয় ভবসিন্ধু পার।
দেব, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, সংসারী সকলে ;
সকলে আবদ্ধ হন মহামায়া জালে।
জ্ঞানরূপ সার যেই উপার্জ্জন করে,
সেই জন মায়াজাল কাটিবারে পারে,
বিনা জ্ঞানে মায়াজাল কাটা নাহি যায়,
জ্ঞান ভিন্ন কাটিবার নাহিক উপায়।
সংসারী লোকের জন্য নানা কাজ আছে,
সময়ে যাইতে হয় রোগী তাপী কাছে ;
অতিথি সৎকার আর দান আদি যত,
করিতে হইবে সব শাস্ত্রবিধি মত।
অজ্ঞানেরে জ্ঞান দান সর্ব্বদা করিবা,
তা হইলে কত সুখ জীবনে পাইবা।
পরকে কহিবে মন্দ নিজে চাও ভাল,
সুধা নিজে খাবে পরে কিলাবে গরল।

তাহাতে ধর্ম্মের হানি জানিহ নিশ্চয়,
ঈশ্বরের কৃপা তার প্রতি নাহি হয়।
সংসারের দুটী পথ কহিলাম সার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম এই দুই আছে পর পর।
ধর্ম্মপথে চলিতে পারিলে লোকে মানে,
লোক-ধর্ম্ম সকলেই তাহাকে বাখানে।
পর উপকার আর পর হিতে রত,
সকল জীবের প্রতি দয়া এক মত।
হিংসা দ্বেষ আদি রিপু করয়ে দমন,
কাম ক্রোধ আদি করি যত রিপুগণ।
যে পারে করিতে জয় সেই মহাজন,
তারি পরে ঈশ্বরের কৃপা বিতরণ।
অবশ্য হইয়া থাকে কহিলাম আমি,
আত্মারূপে সর্ব্ব জীবে তিনি হন স্বামী।
শুদ্ধ চিত্তে পরহিত করে যেই জন,
সেই জন ঈশ্বরের করয়ে পূজন।
এরূপ পূজার তুল্য পূজা নাহি আর,
এ পূজাতে ঈশ্বর সন্তোষ অপার।
পৃথিবীতে যত পূজা আছয়ে প্রমাণ,
সর্ব্বাপেক্ষা এই পূজা জানিহ প্রধান।

প্রমাণ আছয়ে দেখ পুরাণে চণ্ডীতে,
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" এই বচনেতে।
সর্ব্ব জীবে পূজাতে তাঁহার পূজা হয়,
ইহাতেই প্রমাণিত হইল নিশ্চয়।
বুঝিয়া সংসার যদি করিবারে পারে,
মোক্ষ প্রাপ্ত হয় সেই ধরণী ভিতরে।
সংসারের তুল্যাশ্রম নাহি এ জগতে,
স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে দেব আসেন ভারতে।
সংসারী হইতে দেবী বড় অভিলাষ,
ভীষ্মের জননী গঙ্গা আছয়ে প্রকাশ।
দেব দেবী আদি করি সংসারেতে রত,
বুঝিয়া দেখিতে পার আমি কব কত।
সংসারে আসিয়া সবে উপদেশচ্ছলে,
দেখান জগৎ জনে অতি সুকৌশলে।
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ আদি দেবতা সকল,
বাণ, হরিশ্চন্দ্র, কংস, পাণ্ডবাদি বল।
কত দেব, কত নর, কত কর্ম্ম করে,
কর্ম্ম অনুসারে তাঁরা ফলভোগ করে।
সংসার নহিলে কোথা পাবে কর্ম্মফল,
অগ্রেতে সংসার পরে পায় মোক্ষ ফল।

সার উপার্জ্জন হয় মঙ্গল সকল,
তা' না হ'লে সং হ'য়ে হাসাবে কেবল।
ধর্ম্মে মতি রেখে সবে সংসারী হইবে,
নিশ্চয় সংসার হ'তে স্বর্গ প্রাপ্তি হ'বে।
সামান্য বুদ্ধিতে দ্বিজ মহেন্দ্র যে কয়,
সংসারই সার কিন্তু অন্য কিছু নয়।

——:o:——

পর।

পরের জন্য পর মরে পরের জন্য সব।
পরের জন্য প্রাণ যায় পরেরি উৎসব।
পরের জন্য পেটে মরি', বসি' খায় পর,
পরের জন্য কথা কহি শোনে তাই পর।
পরের জন্য কাগজ লিপি পুঁথি লিখি যত,
পরে পড়ে, পরে হাসে, নিন্দা করে কত।
তোষামোদ কত করি পরের পানে চাই,
কপাল দোষে পরের কাছে দয়া নাহি পাই।
পরের নেনা পরের দেনা পরের জন্য খাটি।
পরের তরে দেহ মন সব হ'ল মাটি।

পরে শুনে পরের কথা, পরে করে কাজ,
পরের জন্য কত পর ত্যজে নিজ লাজ।
পরের জন্য দেনা করে পরে দেয় ভেট,
পরের জন্য খরচ করে, পরে করে গেট।
পরের মন পরে যোগায় পরে দেখে হাসে,
পরের প্রেমে ভুলে কত পর যায় ভেসে।
পরের কথায় নিজে মরে, দেখে পরে পরে,
পর নহিলে চলেনাকো ব'ল্লাম এত পরে।
নিজের ধন দিলে ভাল, নইলে রাগে পর,
নিজের ধন নিজের মন পরে করে পর।
কত বল্‌ব পরের কথা সব দেখ্‌চি পর,
পরের জন্য আমার হ'ল দেহ জর জর।



কর্ম্মফল।

—:*:—

সৃষ্টির পূর্ব্বেতে ছিল পৃথ্বী জলব্যাপী,
আছিল ভূতের তথা সদা দাপাদাপি।
তার পর পদ্মযোনি সৃষ্টি আরম্ভিলা,
স্থাবর জঙ্গম আদি নদ নদী শিলা।
পশু পক্ষী আদি করি মানব নিচয়,
একে একে কত আমি দিব পরিচয়।
সর্ব্বজীব মধ্যে আমি মনুষ্যে বাখানি,
বিদ্যাতে বুদ্ধিতে হয় মনুষ্যই জ্ঞানী।
কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞান তার আছয়ে সকল,
চিরদিন ভোগ করে স্বীয় কর্ম্ম ফল
সুকৃতি কুকৃতি হয় ইচ্ছার উপর;
কার্য্য গুণে ভোগ তারা করে পর পর।
যেমন যে কাজ করে তার ফল পায়,
জ্ঞানিগণে এইরূপ করেন নির্ণয়।

ধনী মানী কানা খোঁড়া যাহা কিছু হয়,
কর্ম্মফল ভিন্ন আর অন্য কিছু নয়।
জ্ঞান, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য কর্ম্মের ফলে ফলে,
কর্ম্মফল ব্যতিরেকে কিছু নাহি মেলে।
যথা অগ্নি দগ্ধ স্বর্ণ খাঁটি হ'য়ে যায়,
সেইরূপ কর্ম্মগুণে কর্ম্মফল পায়।
যতবার দগ্ধ কর, ক্রমে বর্ণ ফেরে,
জন্ম জন্ম মনুষ্যও ফল ভোগ করে।
বিনা কর্ম্মে ফল আশা কভু নাহি হয়,
কর্ম্ম ছাড়া মনুষ্য না কর্ম্মফল পায়।
কর্ম্মমাত্র ফলভোগ কভু নাহি হয়,
কালের গতিকে ফল কালে কালে পায়।
ফল কথা, কর্ম্মফল যাইবার নয়।
পাইতে হইবে কালে কহিনু নিশ্চয়?
তাহার দৃষ্টান্ত কিছু দেই পরিচয়,
বিনা কর্ম্মফলে কেহ অন্ধ হ'য়ে রয়?
সধবা বালিকা কেন বৈধব্য দশায়?
অকালে বালক কেন যমালয়ে যায়?
নির্ধন পুরুষ কেন বল ধনী হয়?
নীচ গৃহে জন্মি কেন সুপণ্ডিত হয়?

সব জেনো কর্ম্মফল নহিলে কি ফলে ?
এইরূপ চক্র মত ফের ঘোরে কালে।
কর্ম্মসূত্রে গাঁথা জীব আছয়ে সকল,
শৃগাল, ভল্লুক আদি যত জীব বল।
কর্ম্মফল ভোগ তারা কভু নাহি করে ;
ঐরূপ যোনিতে সদাই তারা ফিরে।
জ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম জ্ঞান আছে যার,
কর্ম্মফল ভোগে তারা এই কহি সার।
ধর্ম্মের সহিত যেই কর্ম্ম ক'রে যায়,
সুখের যে কর্ম্মফল তাহা সেই পায়।
অজ্ঞান অধর্ম্ম কর্ম্ম যেই জন করে,
অসৎ সে ফল পায়, কষ্ট পায় পরে।
এইরূপে ক্রমান্বয়ে কর্ম্মফলে ফেরে,
মরণ জনম তার নেমি যথা ঘোরে।
সৎকার্য্যে ধর্ম্মপথে থাকে যেই জন,
সদানন্দে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভবন।
কর্ম্মফল এই আমি কহিলাম সার,
কর্ম্মবশে গতাগতি হয় অনিবার।
ঈশ্বর নাহিক দেন জীবে কর্ম্মফল ;
কপালে বলিয়া বলে অজ্ঞান সকল।

কপাল, অদৃষ্ট কর্ম্মফল অনুগামী।
সুখ দুঃখ নাহি দেন জগতের স্বামী।
অনেক দৃষ্টান্ত আছে দেখিবারে পাই,
প্রহ্লাদ ধ্রুবাদি করি নারদ গোঁসাই।
কর্ম্মফলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল তলে;
দেখায় জগৎ জনে কর্ম্মে কি না ফলে।
দুর্দ্ধর্ষ রাবণ আর কংস দৈত্যপতি,
কর্ম্মদোষে তাহাদের হইল দুর্গতি।
কুরুকুল নির্ম্মূল হইল কর্ম্মদোষে;
ইন্দ্রের সহস্র নেত্র হয় কর্ম্মবশে।
ধর্ম্মের যে ক্ষয় তাহা কর্ম্মদোষে হ'ল।
অধর্ম্ম দেখিয়া পদ্মা ধর্ম্মে শাপ দিল।
ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মরাজ ক্ষয় প্রাপ্ত হবে,
কলি শেষে ধর্ম্ম তব কিছু না রহিবে।
কর্ম্মফলে হয় কষ্ট, কর্ম্মফলে সুখ,
কর্ম্মফলে সুপণ্ডিত, কর্ম্মফলে মূক।
কর্ম্মফলে স্বর্গ মর্ত্ত্য ঘোরে জীবগণ,
কর্ম্মফল ফলে জীব করয়ে ভ্রমণ।
কর্ম্মফল নহিলে জীবের নাই গতি।
এই খানে কর্ম্মফল করিলাম ইতি।

আগমনি।

—:*:—

জগৎ জননী শিবে, জগৎ পালিনী,
ভব পাশে কহিছেন ভুবন মোহিনী।
শরৎ আসিছে এবে যাইব ভারতে,
মম ভক্তগণ সব আছে উল্লাসেতে।
শরতে আমার পূজা করিবে আহ্লাদে,
লভিবে মঙ্গল সবে পূজি মম পদে।
ভবানীর বাণী শুনি কহেন মহেশ,
শক্তি বিনা আমার যে তনু হবে শেষ।
আদ্যাশক্তি তুমি হও তব শক্তিবলে,
চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহগণ চলে সুকৌশলে।
তব লাগি যোগী আমি সদা যোগে থাকি,
তব প্রেমে মত্ত, তব পদ হৃদে রাখি।
ও পদ সামান্য নয় মর্ত্তালোকে দিবে,
তব পাদপদ্ম পূজা উল্লাসে করিবে।

কার সাধ্য তব ইচ্ছা খণ্ডিবারে পারে ?
আছয়ে করুণা তব ভারত উপরে।
আজ নয়,—চিরদিন শরৎ সময়,
যাইছ যাইবে তুমি এই ত নিশ্চয়।
মায়ার সমষ্টি তুমি, মহামায়া নাম,
ভক্তগণে মায়ামুগ্ধ কর অবিরাম।
তিন দিন পূজা ল'য়ে, আসিবে কৈলাসে,
কহিবা শুনিব কথা মনের উল্লাসে।
শারদার দাসী সতী শরৎ সুন্দরী,
জানায় জগৎ জনে আনন্দ লহরী।
জগৎ প্রফুল্ল অতি শরৎ দর্শনে,
আসিবেন ভগবতী চিন্তি মনে মনে।
শরৎও প্রফুল্ল মনে সাজায় ধরণী,
আকাশ নির্ম্মল করে, হাসে কুমুদিনী।
পদ্মিনীও আনন্দিতা হেরি দিনমণি,
ঘন সঙ্গে রঙ্গে পলাইল সৌদামিনী।
মা'র আগমন বার্ত্তা শুনি মর্ত্ত্যগণ,
পুলক পূর্ণিত হ'ল সবাকার মন।
তটিনী আনন্দ ভরে কুলুকুলু স্বরে,
পুলকে উথলে চলে কহিতে সাগরে।

আসিছেন ভগবতী আনন্দের ভরে,
পূজিবে যুগল পদ মানব সাদরে।
সেফালিকা, বক, পদ্ম, স্থলপদ্ম যত,
আনন্দেতে প্রস্ফুটিত পাবে ব্রহ্ম পদ।
ধন্য রে কুসুম তোরা ধন্য ব'লে মানি,
মহা পুণ্য ক'রেছিলি তোদের বাখানি।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যে পদ ভিখারী,
সে পদ পাইবি তোরা যাই বলিহারি।
মহেন্দ্র আনন্দ মনে তারা পদ চায়,
উলিপুরে প'ড়ে আছে সাধ্য কি যে পায়?
পাইবার বাসনাতে ভক্তি ভিক্ষা চায়,
ভক্তি পেলে দেখে পদ পায় কিনা পায়।
প্রেমভরে ভক্তিযোগে ডাকে যদি মায়,
মা'র সাধ্য নাহি হবে ঠেলে রাঙ্গা পায়।
এসো মা আনন্দময়ি! আনন্দের ভরে,
গণেশের, রাখালের মানস মন্দিরে।
তব পদে ভক্তি তারা অনিবার করে,
উল্লাসে বাঁধয়ে বেদি সভক্তি অন্তরে।
মনো হর্ষে মহামায়া পূজিবে ক'দিন,
তব কৃপা ভিক্ষা তা'রা মাগে চিরদিন।

দুর্গতিনাশিনি দুর্গে, পুরাও বাসনা,
পূর্ণ কর দয়াময়ি! মনের কামনা।
জগৎ জননী তুমি জগৎ-পালিনী,
ভক্তের মনোরঞ্জিনী গণেশ জননী।
গণেশ যে কষ্ট পায় পূর্ব্ব কর্ম্মফলে,
রোগমুক্ত করি' তারে লও মাগো কোলে!
আনন্দ বাড়ুক মাতঃ! তব ভক্ত মনে,
তবে ত বুঝিব, দয়া আছয়ে সন্তানে!
পাষাণের কন্যা তুমি পাষাণ হৃদয়,
আর যেন কভু লোকে নাহি তোমা কয়!
এই ভিক্ষা মাগি মাতঃ! তব শ্রীচরণে,
সব দুঃখ যায় যেন তব দরশনে।
কর্ম্মফলে হয় কষ্ট, কর্ম্মফলে সুখ,
এ কথা মানিব বটে,—আছে যুগ যুগ!
তোমার শ্রীপদ পূজে সব দুঃখ যায়,
শ্রীরাম, সুরথ রাজা তার পরিচয়।
শ্রীমন্ত যে মা' মা' ব'লে মসানে ডাকিয়া,
পেয়েছিল নিস্তার মা' দেখ বিচারিয়া।
সেওত সন্তান তব, গণেশ কি নয়?
প্রাণ ভিক্ষা দিতে পার, রোগ কিছু নয়!

ভক্তিভরে পূজে তোমা কষ্ট দূরে যাবে,
তব কৃপাবলে রোগ শোক পলাইবে।
বৎসর বৎসর এই শরৎ সময়,
আনন্দেতে পূজিবে মা তব পদদ্বয়!
ষড়ানন, গজানন, লক্ষ্মী, সরস্বতী;
সকলি সন্তান তব, তোমার বিভূতি।
দেখিয়াছি পুরাণেতে তুমি সর্ব্বময়।
দেব দেবী যত আছে তোমা ছাড়া নয়!
কৃপা করি' কৃপাময়ি! করুণা করিয়া,
ভক্তের পুরাও বাঞ্ছা দয়া প্রকাশিয়া।
ভক্ত যে সন্তান তব অন্য কিছু নয়,
ভক্ত যদি সুখে রহে তব কীর্ত্তি রয়!
ব্রহ্মাণ্ড জননী তুমি অণ্ড প্রসবিনী;
সে অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হৈল তাহা আমি জানি।
তব অন্ত কেবা জানে ত্রৈলোক্য তারিণী?
বলিবারে লিখিবারে নাহি পারে বাণী।



ক্রোধ।

—:o:—

ষড়রিপু মধ্যে ক্রোধ নিকৃষ্ট বাখানি,
হিংসা দ্বেষ লোভ মদ সবে পুষ্ট করে।
তাইত ক্রোধের ভরে, গরিব কি ধনী,
কত অপকর্ম্ম তারা অবহেলে করে।

জ্ঞান ধর্ম্ম আদি সব ক্রোধে নষ্ট করে,
পশুর সমান ক্রোধী অধীর হইয়া
অধর্ম্ম পথের পথী হয় একবারে ;
না শোনে সতের কথা বধির হইয়া।

ক্রোধেতে শরীর নষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়,
পরানিষ্টে প্রবর্ত্তিয়া সাধে অমঙ্গল,
ধর্ম্মনাশ লোক নিন্দা ক্রোধি ভাগ্যে হয়,
ইহ-পরকাল তার প্রণষ্ট সকল।

নিদাঘে তপন তাপে তপ্ত জীবগণ।
রসহীন তরুবর আর জলাশয়,
ক্রোধে সেই রূপ তপ্ত তনু আর মন!
ভক্তি প্রীতি শূন্য চিত্ত মরুভূমি হয়।

সতত পোড়ায় ক্রোধ তুষানল সম
অনন্ত যাতনা দানে ক্রোধীর অন্তর
দূরে যায় ক্রোধী হ'তে ধীরতা সংযম।
বিবেকের কশাঘাতে ফিরে না সে নর।

কভুবা ক্রোধেতে লোক নরহত্যা করি,
ফাঁসীতে জীবন দেয় কাতর হইয়া
ক্রোধ সম কোন রিপু নয় অপকারী
তবু নাহি বোঝে নর প্রমত্ত হইয়া।

লঘু গুরু জ্ঞান আর নাহি থাকে মনে
ক্রোধান্ধ হইয়া নাহি দেখে ধর্ম্ম পথ
পীড়ণ তাড়ণ করে, মাতৃ ভগ্নিগণে
অসারের মত কত করয়ে শপথ।

নিন্দা ভয় উপদেশ মনে নাহি থাকে,
ক্রোধের প্রভাবে তারা স্তব্ধ হ'য়ে রয়,
কোপমুক্ত হ'লে পরে শুধাও ক্রোধীকে,
কহিবে করেছি আমি ক্রোধের জ্বালায়।

ক্রোধের বশেতে লোক গর্হিত যে ক'রে,
অনুতাপানলে পরে দগ্ধ হয় তারা,
সরমে নিন্দার ভয়ে মরমেতে মরে,
পরেত ব্যাকুল হয় যেন দিশাহারা।

ক্রোধ সাম্য করি যেবা ধৈর্য্য হৃদে ধরে,
পর-নিন্দা অপকারে বিমুখ যে হয়,
সেই ব্যক্তি সমাদর পায় এ সংসারে,
যশোলাভ এ জগতে করয়ে নিশ্চয়।

রাগেতে চণ্ডাল করে, অধোগতি হয়
তাই বলি শান্ত হও, ওহে ক্রোধিগণ
পরলোকে অমঙ্গল মহেন্দ্র যে কয়,
নিশ্চয় পাইতে হবে নিরয় গমন।

কে বা কার।

—:*:—

মানব কি হেতু কর আমার আমার
বিচারিয়া দেখ মনে কেহ নহে কার !
জনমের পূর্ব্বে জীব ছিলে তুমি কোথা—
কেবা ছিল ভাই বন্ধু কেবা পিতা মাতা !
পিতা মাতা ভাই বন্ধু দু'দিনের তরে,
কেবা রবে কোথা আঁখি মুদিবার পরে ?
এ সংসারে আজি তুমি পিতা বল যারে !
সে হয়ত কালি পিতা বলিবে আমারে !
হইয়া অজ্ঞান বল আমার আমার !
কে তোমার তুমি কার করনা বিচার !
মায়ার বন্ধনে জীব করে যাওয়া আসা !
মায়াবশে দিন দিন বাড়য়ে পিপাসা !
অহরহ: ভ্রান্ত হয়ে সেই পিপাসায়—
যারে দেখ আমার বলিয়ে ধর তায় !

সে যদি আমার হবে ছেড়ে কেন যায়!
বুঝিয়া বুঝে না জীব মোহিত মায়ায়!
যাদের কারণে এত যত্ন অনিবার।
একবার গেলে তারা ফিরে না ত আর!
যে দেহের তরে যত্ন অপব্যয় এত।
পরিণামে সেই ভস্মে হবে পরিণত!
ধন-জন-দারা-সুত অনিত্য সকল!
বিদ্যুৎ বিলাস সম নিতান্ত চঞ্চল!
অকূলে ভাসিছে জীব তৃণের সমান—
আছে কূল মূঢ়মতি না পায় সন্ধান।
অকূল ছাড়িয়ে যদি কূলে যেতে চাও,
ভক্তির তরঙ্গে রঙ্গে শরীর ভাসাও।
আমার আমার শুধু বলা মাত্র সার
আমিই আমার নহি করিলে বিচার।
দূর কর নয়নের মায়া আবরণ,
জ্ঞান চক্ষে আত্ম জনে কর নিরীক্ষণ!
আপনার জন সেই জগতের পতি।
পরমাত্মা রূপে যাঁর জীবদেহে স্থিতি!
সেই পরমাত্মা পদে সঁপ মন প্রাণ!
সব জ্বালা জুড়াইবে লভিবে নির্ব্বাণ!





বিজয়া।

—:*:—

নমি দুর্গে তব পদে দুর্গতিনাশিনী !
অজ্ঞানে করুণা কর কল্মষঘাতিনী।
মর্ত্তে তিন দিন থাকি কেন মা চঞ্চলা
বুঝিবে অবোধ কিসে মহামায়া লীলা।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্রী ব্রহ্মময়ী তুমি
তিনি জ্ঞাত তব তত্ত্ব যিনি অন্তর্য্যামী।
ভোলাকে ভুলালি মাতঃ! দিয়া রাঙ্গা পদ
ভক্ত জনে দে মা তারা পদ কোকনদ।
তিন দিন ভক্তগণ আকুল আহ্লাদে
চলিলি মা দয়াময়ি ফেলিয়া বিষাদে।
পর্ব্বত তোমার পিতা মাতাও পাষাণী
পিতামাতা যেন হয় কন্যাও তেমনি।
তোমা ভিন্ন কোথাও এমন নাই আর,
কিছুতেই জ্ঞান গম্য না হও কাহার।

এই মাত্র বুঝি তারা বিশ্বময়ী তুমি,
মহিমা কীর্ত্তনে তব নহি শক্ত আমি।
পুরুষ প্রকৃতি তুমি তুমি নিরাকার,—
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি চরাচর।
যাহা কিছু আছে মাতঃ বিভূতি তোমার,
তোমা ছাড়া কিছু নাই বুঝিয়াছি সার।
তুমি মা অনাদ্যা তারা বিশ্বব্যাপী রও,
পুরুষ প্রকৃতি মাতঃ! কার্য্যবশে হও।
কত রঙ্গ কত লীলা কর এলোকেশী
কভু লও হাতে অসি কভু লও বাঁশী।
তোমাতে উৎপত্তি মাতঃ তোমাতে পালন,
সময়ে তোমাতে মাগো বিলীন ভুবন!
নবমীতে মহামায়া পূজা হ'ল শেষ
দশমীর পূজা ল'য়ে যাও নিজ দেশ।
দাও মা আনন্দময়ি কর আশীর্ব্বাদ—
তোমার চরণ বলে তরি গো বিষাদ!



শ্মশান।

—:o:—

নদী তীরে বিজন প্রান্তরে মোর বাস
শুনিলে আমার নাম নরের তরাস।
ভাবেনা নির্ব্বোধ, হায় সবে একদিন
হবে মোর এ বিজন প্রান্তরে বিলীন!
বুঝেনাত মূঢ় নর মহিমা আমার—
বুঝিলে সে তুচ্ছ সুখ চায় কি গো আর?
পিশাচের বাস বলি মোরে করে ভয়,
অন্তে কিন্তু আমি বই কে আছে আশ্রয়?
বিলাস ব্যসনে মত্ত লুপ্ত আত্ম-জ্ঞান,
কেমনে বুঝিবে মূঢ় আমার সম্মান?
যখন জীবন যায় দেহ স্পন্দহীন
বিবাদ বাসনা দম্ভ অতীতে বিলীন।
অমঙ্গল ভয়ে কেহ স্পর্শিতে না চায়,
আত্মীয় বান্ধব দূরে ত্যাগ করে তায়!

তখন কেবল আমি আশ্রয় তাহার,
উচ্চ নীচ ভাল মন্দ না করি বিচার।
ধনী বা দরিদ্র পাপী কিম্বা পুণ্যবান
মোর অঙ্কে সকলের তুল্য অবস্থান।
এমন পবিত্র শান্ত হেন নির্ব্বিকার,
পৃথিবী খুঁজিয়া তুমি কোথা পাবে আর!
দেবের দেবতা মহেশ্বর দিগবাস
সব ছাড়ি ক'রেছেন শ্মশানে নিবাস।
মহামায়া মহেশ্বরী শক্তিস্বরূপিনী
এ শ্মশানে অধিষ্ঠিতা জগৎ জননী!
এস নর মোর পাশে শিখাব তোমায়
বৃথা দম্ভ অহঙ্কার কিসে দূরে যায়,
সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে হবে সমজ্ঞান,
কেমনে পরম পদে লভিবে নির্ব্বাণ।



প্রেম।

—:০:—

প্রেমের সমান আর কি আছে সংসারে।
প্রেম যে পেয়েছে আমি দেব বলি তারে।
ফিরেন নারদ প্রেমে বীণা বাজাইয়া।
নিদ্রাহার ছাড়ি যোগী ধ্যানেতে বসিয়া।
প্রেমে মত্ত সদাশিব সতীর চরণে।
হরহরি মিলিলেন প্রেমের কারণে!
রাম সনে প্রেমে লক্ষ্মণের বনবাস।
প্রেমাশে শ্রীগৌরাঙ্গ করিলা সন্ন্যাস।
প্রেমাশে রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন
সৃষ্টি স্থিতি সংসারের প্রেম সে কারণ।
অমৃত সমান প্রেম যেবা করে পান,
বিষে জলে মিলে কি যায় তার প্রাণ!
সুধন্বা প্রহ্লাদ দেখ স্পষ্ট সাক্ষী তার।
হরি প্রেমে সর্ব্ব বিঘ্ন হ'য়ে গেল পার।

প্রেমিক সে ধ্রুব—আহা প্রবেশি কানন,
সিংহ ব্যাঘ্রে হরি বলি কৈল আলিঙ্গন!
প্রেমের মাহাত্ম আমি কি বলিতে জানি।
নামে লোহা সোণা, প্রেম হেন স্পর্শমণি!
দান ধর্ম্ম দয়া ভক্তি প্রেম হ'তে হয়।
প্রেম যার হিয়ে নাই মানুষ সে নয়!
যদি হয় হৃদি মাঝে প্রেমের প্রকাশ!
নিরখিবে প্রকৃতির নূতন বিকাশ!
দেখিবে সে প্রেমময়ে সে চারু চরণে
লভিবে পরম স্থান জিনিবে মরণে!
প্রেমে বহে নদী প্রেমে তরু দেয় ফল!
প্রেমে উঠে রবি শশী নক্ষত্র সকল!
যোগ যাগ তপস্যা প্রেমের সব হেতু
সংসার সাগর পারে প্রেম মাত্র সেতু!



বিরহ।

—:*:—

সাধে কি লো, কান্দি বুকে, হৃদয় যে করে,—
অসহ্য বিরহ জ্বালা, সহিতে না পারি ;
তাতেই দুঃখের কথা, কহি যে তোমারে,
সহিতে অক্ষম এবে মরি যে গুমরি।

চল যাই নিধুবনে, জুড়াই জীবন,
গোপীর সহিত কালা খেলিতেন যথা,
জীবন শীতল হবে, হেরি সে কানন,
শুনিব কি কভু আর সে মধুর কথা ?

আসিয়া এ নিধুবনে অঙ্গ জ্বলে যায়,
বিপিন যেমন দহে, দাবানলে সখি,
সহিতে না পারি আমি, করি কি উপায় ?
জুড়াতে এলাম হেথা, বিপরীত দেখি !

চল যাই রাধাকুণ্ডে, বিপিন-বিহারী,
খেলিতেন মম সঙ্গে কৌতুক করিয়া ;
স্মরণে সে সব কথা, উহু প্রাণে মরি,
মরমে অনল সখি, উঠে লো জ্বলিয়া।

বিরহ অনলে সখি, জ্বলিছে অন্তর,
দিবানিশি অনিবার, সহি বা কেমনে,
একা নহি, বনস্থিত সকলি কাতর,
বিচ্ছেদ অনল তাপে, ভেবে দেখ মনে

চল যাই বৃন্দে সখি, যমুনা পুলিনে,
জুড়াব অন্তর জ্বালা, হেরি কালো জল
উজান বহিত যেই, বাঁশী-রব শুনে,
এখন যমুনা দেখি আঁখি ছল ছল।

কভু সরোবর তীরে, সজল নয়নে,
সখি সঙ্গে বিনোদিনী বিমর্ষ হৃদয়ে
কহিছেন কথা, বসি পদ্মিনীর সনে
শুনিল দুঃখের কথা বিষাদিত মনে

মাধবীর কাছে গিয়ে মধুর বচনে
কহেন মাধব কোথা, বল দেখি মোরে,
জুড়াব মরম জ্বালা শুনিয়া শ্রবণে ;
মাধব-সঙ্গিনী তুমি, সুধাই তোমারে।

শ্যামকুণ্ডে শ্যামচাঁদ দরশন আশে,
ছুটিলেন সখী সঙ্গে ব্যাকুল অন্তর,
ঘন হেরি চাতকিনী যেমন বারি আশে ;
উড়ে আকাশের কোলে পিপাসা কাতর !

বারি বিনা চাতকিনী হতাশ হইয়া
ফিরে আসে শূন্য হ'তে বিষাদিত মনে,
সেইরূপ ফিরি আমি ব্যাকুলা হইয়া ;
দিবানিশি চিন্তি মনে শ্যাম নবঘনে।

গোবর্দ্ধন নিকটেতে কহেন কাতরে,
বলিতে পার কি কোথা গোবর্দ্ধনধারী,
বাম করে যিনি ধ'রে ছিলেন তোমারে ;
কোপেতে দেবেন্দ্র যবে বরষিলা বারি।

কহিল না কথা গিরি, বিষাদ গম্ভীর,
আধার বিষাদে আজি মুনি ব্রত ধারী,
পর্ব্বত আশ্রিত বৃক্ষ, সেই নাড়ি শির ;
সঙ্কেতে কহিল যেন 'আসেনি মুরারি !'

সরসীর জলে বসি কুমুদিনী ধনী,
বিরস-বদনে আছে মুদিয়া নয়ন,
তাহাকে ডাকিয়া কন সুমধুর বাণী—
তোমার মতন মম দহিছে জীবন।

নিশানাথ বিনা তুমি যেমন কাতর
আমিও তোমার মত দুঃখিত হইয়া
বেড়াতেছি ছুটে ছুটে বিপিন কন্দর,
যেখানেই যাই, উঠে বিরহ জ্বলিয়া।

বন উপবন সব অন্বেষণ করি,
কোথা নাহি পাইলাম হৃদয় রতন,
বল না কি করি এবে বল সহচরি !
কেমনে শীতল করি এ তাপিত প্রাণ।

বুঝেছি গেলেন চলি লীলা সাঙ্গ করি,
ত্যজিয়া গোপীর কুল বৃন্দাবন ধাম,
বালক রাখালগণে নিঠুর শ্রীহরি ;
মা যশোদা পিতা নন্দ শ্রীদাম সুদাম।

আমি তাঁর প্রিয়-সখী, জানিতেন তিনি,
প্রাণের সমান তাঁকে তুষিতাম সখি
খেলিতাম তাঁর সনে, হ'য়ে প্রমোদিনী,
মধুর বচনে তিনি করিতেন সুখী।

একদিন চিদানন্দে আলিঙ্গন তরে,
ফুলশয্যা করিলাম আনন্দিত হ'য়ে
নাহি বঁধু আসিলেন আমার কুটিরে,
আশাতে যামিনী গেল প্রভাত হইয়ে।

প্রভাতে আসিয়া হেথা দেন দরশন,
মানেতে হইয়া হত, অজ্ঞানের মত,
কুবচনে কত আমি করিনু বর্ষণ,
অচলের মত সহ্য করিলেন যত।

সেই হেতু ঘৃণা করি গোলোকের মণি,
ত্যজিলেন আমা সবে, সহ বৃন্দাবন,
মথুরাতে গেলা চলি করি অনাথিনী,
রহিলাম বারি ছাড়া মীনের মতন।

উঃ! যে মরমে মরি স্মরি পূর্ব্ব কথা,
কেমনে পাশরি তাঁরে ভাবি তাই মনে।
প্রেম-সূত্রে জীবন যে ছিল মম গাঁথা,
পুড়ে ভস্ম হ'ল এবে বিচ্ছেদ আগুনে।

গোষ্ঠেতে যাইয়া কন রাধা বিনোদিনী,
গোপগণে জিজ্ঞাসেন কোথা সে মুরারি
মোহিত হইতে যাঁর বাঁশীরব শুনি,
মাথাতে মোহন চূড়া পীতধড়াধারী।

তোমরাও শোকাতুরা আমা'র মতন,
পীড়নের মর্ম্ম বোঝে পীড়িত যে জন,
বৃন্দাবন-চন্দ্র বিনে শূন্য-বৃন্দাবন,
হ'য়েছে হায় রে আজি দুঃখের নিলয়।

কর্ম্মবশে ভাগ্যচক্র সদা আবর্ত্তিত
আবর্ত্তনে সুখ দুঃখ করে গতাগতি
দেব নর সকলে কর্ম্মের অনুগত,
বিধিও রোধিতে নারে বিধির নিয়তি।

শ্রীরাম হবেন রাজা পোহাইলে নিশি
আনন্দ সাগরে মগ্ন অযোধ্যা ভুবন,
জটা ধরি' শ্রীরাম হ'লেন বনবাসী,
পুত্র শোকে দশরথ ত্যজিলা জীবন।

মহেন্দ্র কহিছে রাধে সহ কিছু দিন,
শত বর্ষ শ্রীদামের শাপ হ'লে শেষ,
আবার মিলন হবে বিচ্ছেদ-বিহীন,
দুঃখ অন্তে সুখ নব ভুঞ্জিবে বিশেষ!



চক্ষের জল।

—:*:—

দক্ষ প্রজাপতি, দেব-যজ্ঞে লজ্জা পেয়ে
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ আনন্দিত হ'য়ে,
পাগল জামাই শিবে দেখিব এবার,
শিবানীর কথা মুখে আনিব না আর।
শিবহীন যজ্ঞ দক্ষ করিল উল্লাসে
ত্রিভুবন নিমন্ত্রিল না কৈল কৈলাসে।
শিবহীন যজ্ঞ শুনি নারদ রুষিল
এ যজ্ঞ হবেনা পূর্ণ মনেতে জানিল।
কৈলাসে যাইয়া তবে ভবানীকে কয়
দক্ষবালা কহিলেন যা'বেন নিশ্চয়।
নন্দি যাইবেন এবে ভবানীর সনে
ভবের ভাবনা নন্দি মনে মনে জানে।
দক্ষালয়ে গিয়ে সতী শিব-নিন্দা শুনি
নিজ দেহ ত্যজিলেন হ'য়ে বিবাদিনী!

দেখি নন্দি শোকে তাপে শাপিল দক্ষেরে
যজ্ঞ পণ্ড হবে, আর ছাগ মুণ্ড পরে।
রক্তবর্ণ চক্ষু নন্দি, ভীম শূল করে,
নন্দির চক্ষেতে জল ঝর্ ঝর্ ঝরে।
দশরথাত্মজ রাম অযোধ্যা ভুবনে
বৈকুণ্ঠ হইতে আসি দেবারি নাশনে,
উদিত হইয়া শোভে কৌশল্যার কোলে
হেম কান্তি বৃক্ষে যেন নীলমণি দোলে।
রামেরে নেহারি যত পুরবাসিগণ
ভক্তিতে স্নেহেতে পূর্ণ সকলের মন,
দশরথ বৃদ্ধ এবে রাম রাজা হবে
প্রজাগণ পুরবাসী আনন্দিত সবে
কেবল বিষণ্ণ মনে দেবতা অস্থির,
রক্ষোভয়ে বিকম্পিত সতত শরীর।
কিরূপে পাঠাবে বনে রাজীবলোচনে
যুক্তি করি সবে গেলা বীণাপাণী স্থানে।
না লভেন রাজ্য রাম, যেন যান বন
হেন কার্য্য বাক্যদেবী কর সংঘটন।
মন্থরা কেকয়ী মুখে আবির্ভূতা হ'য়ে,
সাধিলেন দেবকার্য প্রফুল্ল হৃদয়ে।

রাম সীতা লক্ষ্মণ সহিত বনে যান
দশরথ পুত্র শোকে ত্যজিলেন প্রাণ।
সুমিত্রা কৌশল্যা দেবী, ব্যাকুল অন্তরে
উভয়ের নেত্রে বারি ঝর্ ঝর্ ঝরে।
শোনা নাকি সূর্পণখা সাধিবারে বাদ
রাবণে কহিয়া শেষে বাধাল প্রমাদ,
সূর্পণখা বচনেতে নিকষা নন্দন
অলঙ্ঘ্য সাগর পারে করিল গমন,
সীতাকে হরণ করি রথে আরোহিয়া
অশোক কাননে রাখে লঙ্কাতে আনিয়া
ব্যাধ যথা কুরঙ্গিনী জালেতে বেড়িয়া,
সাবধানে রাখে সদা প্রফুল্ল হইয়া।
বিষাদে মনের খেদে শোকাকুল হ'য়ে
কাঁদেন যে সীতা সতী বিষণ্ণ হৃদয়ে.
শত্রুপুরে কেবা শোনে দুঃখিনীর বাণী
না শুনেন দেবগণ, না শুনে ধরণী,
শোকেতে অধীরা সীতা অশোকের বনে
হা রাম লক্ষ্মণ কোথা বলেন বদনে,
রাবণ কিঙ্করী যত রাক্ষসীরগণ
সীতা সতী প্রতি করে তাড়ণ ভর্ৎসন,

চেড়ীদের তাড়নায় শোকের জ্বালায়
কৃষাঙ্গী কনকলতা ধূলাতে লুটায়,
বিদরয়ে বক্ষ মুখে বাক্য নাহি সরে,
যুগল নেত্রেতে বারি ঝর্ ঝর্ ঝরে।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুল পতি
সঞ্জয়ের কাছে নিত্য শোনেন ভারতী,
যুদ্ধের বারতা নিত্য ঘটয়ে যেমন
সঞ্জয় সকল তত্ত্ব করেন জ্ঞাপন।
জয়দ্রথ পত্নী শোনে গবাক্ষে থাকিয়া,
ক্রন্দন করেন শুনি বিষণ্ণ হইয়া।
সুভদ্রা তনয় যবে অভিমন্যু মরে
দারুণ শোকেতে পার্থ অঙ্গীকার করে,
কল্য জয়দ্রথে আমি নাশিব নিশ্চয়,
সাধিব এ কার্য্য সূর্য্য অস্ত নাহি হয়।
শুনিল এ কথা সতী দুঃশলা সুন্দরী
ভয়েতে চকিতা অতি, উপায় কি করি,
জয়দ্রথ কাছে সতী বিনয় করিয়া
কহেন কাতরে দেখ বিচার করিয়া,
কৌরব কিসের প্রিয় তব কাছে হয়
পাণ্ডগণ তব কাছে আত্মীয় কি নয়,

অভিমন্যু বালক তাহারে বধ ক'রে,
ভাসাইলে পাণ্ডুগণে অকুল সাগরে।
শোকেতে অধীর মাথে করাঘাত করে
যুগল নেত্রেতে জল ঝর্ ঝর্ ঝরে।
শরদ আকাশে যথা শোভে শশধর
সেই রূপ হৃদাকাশে শোভিত আমার ;—
যখন ছিলাম আমি আমোদের ভরে
পুত্র কন্যা ধন-জনে ল'য়ে নিজাগারে।
দারা সুত বিষয় বৈভব আছে যত,
সদানন্দে মন তৃপ্তি হ'ত অবিরত।
শুনিতাম সুত মুখে মধুমাখা কথা
সে সব স্মরিলে এবে মনে পাই ব্যথা,
এখন বিদেশে থাকি অন্তর আমার
শোকেতে অধীর হ'য়ে করে হাহাকার ;
সদানন্দ মন মম নিরানন্দে থাকে
বন্ধুহীন সদা থাকি সুধাই বা কাকে,
বিচ্ছেদ বাড়বানল হৃদে সদা জ্বলে
জলেতে নির্ব্বাণ নহে জল মধ্যে জ্বলে,
কেবল আশার আশে এ প্রাণ রেখেছি
ভুঞ্জিতে বিধির বিধি প্রতীক্ষায় আছি,

স্মরিলে সে সব কথা উহু প্রাণে মরি,
অসহ্য দারুণ জ্বালা সহিতে না পারি,
বিদেশেতে থাকি আমি সদা দুঃখ ভরে,
যুগল নেত্রেতে বারি ঝর্ ঝর্ ঝরে।

——:*:——

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা।

—:০:—

কেন হে যুবকবর! এ ঘোর বিপিনে
বাঁন্ধিয়া পর্ণের শালা বিসাদিত মনে?
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ গঠন সুঠাম
এ হেন রতনে কেন বিধি হ'ল বাম?
তব পত্নী পুণ্যবতী এ পৃথ্বী মাঝারে
সুকৃতির ফলে সেই বরেছে তোমারে।
যৌবনে ছাড়িয়া তোমা হেন গুণমণি
কেমনে যামিনী হায় যাপে সে রমণী!
ধন্য তুমি যোগিবর নবীন বয়সে
নবীনা রমণী ছাড়ি ভ্রম বনবাসে!
ভাবে বুঝি সে রমণী জানে না প্রণয়,
তাই কি যোগীর বেশ বল রসময়?

কেন দুঃখ বঁধু, ভবে নাই কি এমন
তুমি যথা রসময় রসিকা তেমন ?
দশরথ মহারাজ—তুমি পুত্র তাঁর,—
রূপে গুণে বীরধর্ম্মে বিখ্যাত সংসার !
হেন তুমি বনবাসী পরাণে কি সয়
আকাশে বিধুর স্থান ভূমিতলে নয়।
এস বঁধু হৃদাকাশে প্রেমের আধার
এস বিধু আসি নাশ বিরহ-আঁধার ?
হেরিয়া তোমার রূপ বাঞ্ছা দাসী হই,
সুখে দুঃখে সদা পাশে ছায়ারূপে রই !
রাজভোগে আমি আর তুমি বনবাসে ;
প্রাণ ধরি দাসী তা কেমনে ভাল বাসে ?
আমার সেবার তরে কত দাস দাসী,
তুষিতে আমায় তারা রত দিবানিশি !
অমূল্য চন্দন চুয়া অঙ্গেতে লেপন
মণি মুক্তা খচিত অপূর্ব্ব আভরণ।
হেম ঘরে রতন পালঙ্কে রাজ-সুখ
কিছুই লাগে না ভাল চাহি তব মুখ !
লঙ্কার রাবণ রাজা অতুল বিক্রম
দাসরূপে সেবা করে ইন্দ্র অগ্নি যম !

শূর্পণখা নাম আমি তাঁহার ভগিনী
নিখিল রাক্ষস মাঝে আমি আদরিণী!
ভূতলে অতুল রূপ অতুল যৌবন
কে আছে অতুল কারে দিব এ রতন,
এত দিনে বিধি বুঝি প্রসন্ন আমায়,
মিলাইলা গুণমণি আনিয়া তোমায়!
আমি রসময়ী তুমি রসের সাগর
আমি কমলিনী তুমি রসিক ভ্রমর!
ভরত ল'য়েছে রাজ্য তাতে নাহি ক্ষতি
বরহ আমারে তোমা করিব ভূপতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিব, কুবেরের ধন
আমি তব রাণী হ'য়ে যোগাইব মন।
কত দাস দাসী দিব যেমন বাসনা,
সুমিষ্ট সুস্বাদু ভোগে তুষিবে রসনা;
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা স্বর্গের রূপসী,
যদি তব মন তাতে হয় অভিলাষী।
সে অভাব পুরাইব আমি কামরূপা—
এস গুণমণি দাসী প্রতি কর কৃপা!
ত্যজ হে বল্কল বাস ত্যজ জটাভার
ও রূপে ওরূপ সাজে কি তোমার?

পর পট্টবাস অঙ্গে পর আভরণ—
এস দাসী পাশে বঁধু, অগুরু চন্দন—
মাখাব শরীরে, গাঁথি পারিজাত হার—
পরিসর বক্ষে নাথ দোলাব তোমার!
ত্রিভুবনে যে সুখ দুর্লভ দেব নরে
সুসময়, দাসী হ'য়ে ভুঞ্জাব তোমারে!
সন্ন্যাসীর বেশে যদি থাকিতে বাসনা;
সন্ন্যাসিনী হইয়া করিব উপাসনা।
অনুমতি কর বঁধু, সন্ন্যাসিনী সাজি,
রাজসুখ রাজভোগ রাজপুর ত্যজি,
চাঁচর চিকুরে মোর জটা বিরচিব
ত্যজিয়া চন্দন চুয়া বিভূতি মাখিব।
দাস দাসী সব ছাড়ি তব দাসী হব!
রঙ্গে তব সনে নাথ দিবস বঞ্চিব!
হৃদয়ে নবীন সুখ নবীন যৌবন
দিব উপহার এস পুরুষ রতন।
সমানে সমানে নাথ হইবে মিলন—
ত্যজি লজ্জা পদে তাই করি নিবেদন!
বুঝিয়া কর হে কার্য্য বিহিত যে হয়,
বাঞ্ছিতার বাঞ্ছা পূর্ণ কর সদাশয়।

নব রসময় তুমি দয়ার নিধান,
শরণাগতায় সখা রক্ষা কর প্রাণ !
প্রাণ মান কুল শীল করি বিসর্জ্জন,
করিনু কেবল সার তোমার চরণ !
তোমার কারণে বঁধু হৈনু সর্ব্বত্যাগী,
দয়াময়, হইও না নারী বধ ভাগী !
আর কি বলিবে দাসী—বুঝ নিজ মনে,
দিন যদি পাই নিবেদিব শ্রীচরণে !

——:*:——

শ্রীগোবিন্দ জীউ।

—:○:—

প্রণমি যুগল পদে যুগল কিশোর,
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
তোমাতে উৎপত্তি দেব তোমাতেই স্থিতি,
প্রলয় কারণ তুমি, তুমি হও ধৃতি।
বেদে বলে নিরাকার, ধর্ম্ম তুমি হও,
স্থাবর জঙ্গম আদি সর্ব্বত্রেতে রও।
সর্ব্ব জীবে আত্মারূপে দেহে অধিষ্ঠান,
পরব্রহ্ম পরমাত্মা আত্মার নিদান।

তোমার মাহাত্ম্য প্রভু বর্ণন না যায়,
বেদ তন্ত্র আদি সব পায় পরাজয়।
নির্গুণ হইয়া তুমি সগুণ কখন,
নিরাকার হ'য়ে ধর সাকার লক্ষণ।
প্রেমভরে ভক্তিভাবে যে পারে পূজিতে,
তার বাঞ্ছা পূর্ণ কর সাকার ভাবেতে।
কৌশল্যা যশোদা আর প্রহ্লাদ শ্রীধর,
বলি ফাল্গুনাদি বীর, ভক্ত যে মানব।
জনম নাহিক তব ভক্ত বাঞ্ছা তরে,
আবির্ভূত হও আসি পৃথিবী মাঝারে।
নৃসিংহ রাম কৃষ্ণ বামন অবতার,
যুগে যুগে কত রূপ ধর বারে বার।
যদিও অনন্ত নাম, অনন্ত মহিমা,
তথাপি ব্রাহ্মণ শাপে রাখিলে মহিমা।
সাধিতে দেবের কার্য্য কত রূপ ধর,
সাধ্য কি বুঝিতে পারে অমর কি নর।
ভক্ত বাক্য সযতনে রাখিবার তরে
দেবকার্য্য উদ্ধারিতে জনম জঠরে।
ভৃগুপদ চিহ্ন বুকে করিয়া ধারণ,
রাখিলে ব্রাহ্মণ মান্য এ তিন ভুবন।

ধন্য দেব ধন্য লীলা দেবতা বাখানে
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে সর্ব্বজন জানে।
দ্বাপর কলির লীলা কিছু বলি আমি
রাম কৃষ্ণ অবতারে ব্রজে ব্রজস্বামী।
সেই পিতা সেই মাতা সব মনে জানি
নন্দরাজ কশ্যপ যশোদা দিতি রাণী।
তব জন্ম তরে তাঁরা ফেরেন যুগেতে
যুগে যুগে তোমা পুত্র ধরেন অঙ্কেতে।
পুত্ররূপে যশোদার অঙ্ক শোভা করি
কত লীলা করিলে যে যাই বলিহারি!
করিলা সকল লীলা দেব উপকারে
নির্ভয় করিলে দেবে অরি কংস মেরে।
পুরাণে ভারতে আর ভাগ্বতে বাখানে
এখন নাহিক আর সে সব বর্ণনে।
রাণী সত্যবতী ছিলা ধর্ম্মের আধার
কত পুণ্য কত কীর্ত্তি আছয়ে তাঁহার।
পুণ্যবলে সত্যবতী গেলা স্বর্গপুরে
রহিল তাঁহার নাম ভারত ভিতরে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর দেব দেবী যত
পূজেছেন যথারীতি ধর্ম্মশাস্ত্র মত।

তার পর স্বর্ণময়ী স্বর্ণের প্রতিমা
স্থাপি এই উলিপুরে রাখিলা মহিমা।
সত্যবতী নিয়মেতে পূজিয়া শ্রীহরি
স্বর্ণময়ী গিয়াছেন আনন্দ নগরী।
পুণ্যবলে আজি শ্রীল মনীন্দ্র ভূপতি,
পূজিছেন প্রকাশিয়া অশেষ ভকতি!
শ্রীগোবিন্দ ভূপতির করুন কল্যাণ,
ধনে ধর্ম্মে চির সুখী হোন্ মতিমান।

—:*:—

সমাপ্ত।

